যুগান্তর

তারিখ ... 05 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম

ইউজিসির প্রতিবেদন আমলে নিতে হবে

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ ও শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেখানে পর্যবেক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেছে দেশের উচ্চশিক্ষা তদারকি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, প্রয়োজনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির সদস্য বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ২০ বছরের শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপকদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। আমরা মনে করি, বিষয়টি ইতিবাচক বটে, তবে দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব কী হবে, মানোন্নয়ন ও অনিয়ম বন্ধের পদক্ষেপ পরে যেন বুমেরাং না হয়ে পড়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের পরই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০১৬ সালে মাত্র ৫টিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান তিন কর্তাব্যক্তি না থাকার মানে যে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে এক ধরনের ছিনিমিনি খেলা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কেবল ইউজিসিরই নয়, খোদ উচ্চাদালতের অনেক নির্দেশনাও মানছে না কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে কেবল নিয়ম তৈরি করে ক্ষান্ত দিলেই চলবে না, সেগুলো কতটুকু পালিত হচ্ছে তাও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পর্যবেক্ষক নিয়োগ এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। বার্ষিক প্রতিবেদনে সার্বিক শিক্ষা নিয়ে কিছু সুপারিশ এসেছে। যার মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসরের পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কথা বলা আছে। হাতেগোনা কিছু শিক্ষকের বেলায় এটা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও অনারারি, নিউমারারি ও সুপার নিউমারারি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের রাখা হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একসময়ের ছাত্র সহকর্মীরা সম্মান প্রদর্শন বা পুরনো ঋণশোধের বিষয় মাথায় রেখে এমন নিয়োগ দিয়ে থাকেন। অতিমাত্রায় যোগ্য ও শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে এক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতির বোঝাই ভারি হয়—এটি বিবেচনায় নিতে হবে।

কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার বহু ছাত্র প্রতি বছর উচ্চশিক্ষা শেষ করে বের হওয়ার বিষয় উল্লেখ করে ইউজিসির প্রতিবেদনে তাদের মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান তৈরির পথ উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টিতে নজর দেয়া দরকার। এতে বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পথ আরও সুগম হবে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেসরকারি খাত বড় হচ্ছে, শিক্ষাও এর বাইরে নয়। দেশে প্রচুর বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় তারই নজির। সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি ও প্রয়োগের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেন কেউ কুশিক্ষিত, রাষ্ট্রদ্রোহী-জঙ্গি হতে না পারে, বিপরীতে দক্ষ, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক শ্রমশক্তি তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে ইউজিসির প্রতিবেদন আমলে নিতে হবে।